

কলকাতা হাইকোর্ট এফ. এ. ৩১৫ of ২০১৬ তারিক ২১.১২.২০২৩

কলকাতার উচ্চ আদালতে
সিভিল আপীল এখতিয়ার
আপিল সাইড

অধিষ্ঠিত:-

মাননীয় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন

এবং

মাননীয় বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদ

২০১৬ সালের এফ. এ. ৩১৫

আশিস রায়

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আরেকজন

আপিলকারীর পক্ষে: মিঃ ভাস্কর ঘোষ

শ্রী সুকুমার ভট্টাচার্য

সুশ্রী পিয়ালী শো

সুশ্রী স্বরলিপি সরকার

সুশ্রী ঐন্দ্রিলা চ্যাটার্জি

সুশ্রী পূজা সোনকার

রাজ্য উত্তরদাতাদের জন্য: শ্রী রবীন্দ্র নারায়ণ দত্ত

শ্রী হরে কৃষ্ণ হালদার

শুনানি : ২৮ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে

রায় দান : ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩

বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদ:

১. ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (২০০৪-এর এল এ., মামলা নং ২৯৯)-এ বিজ্ঞ বিশেষ এল এ. বিচারক, ১ম-কাম-অতিরিক্ত জেলা জজ, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা দ্বারা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করে আপীলকারী সংস্কৃদ্ধ। এখানে আপীলকারীর অনুরোধে ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (সংক্ষিপ্ততার জন্য আইন) এর ধারা ১৮ এর অধীনে রেফারেন্স।

২. ১৪.০৩.২০০১ তারিখের কলকাতা গেজেটের পার্ট ১-এ ০৭.০৩.২০০১ তারিখের একটি ঘোষণা অনুসারে, ১খ, বালিগঞ্জ প্লেসে ০.০০৯২২৩৩ একর (কাঠামোগত জমি) নিয়ে গঠিত আবেদনকারীর প্রাপ্ত অধিগ্রহণ করা হয়েছে। আইনের ধারা ১১ এর অধীনে কালেক্টরের সামনে তদন্তের ভিত্তিতে, ক্ষতিপূরণ ৫০৭৬১০.৭৩ টাকা (পাঁচ লাখ সাত হাজার ছয়শ দশটি টাকা মাত্র) আবেদনকারীর অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়েছিল। উল্লিখিত পরিমাণটি ধারা ১৭ এর শর্তে প্রদান করা হয়েছে। আবেদনকারী কালেক্টরের দ্বারা করা সংকল্পে অসন্তুষ্ট ছিলেন যা আবেদনকারীর মতে অবমূল্যায়িত ছিল এবং ক্ষতিপূরণের ন্যায্য নির্ধারণ ছিল না। আবেদনকারী এইভাবে রায় গ্রহণ করেননি এবং আইনের ১৮ ধারার শর্তে আদালতে একটি রেফারেন্স চেয়েছিলেন।

৩. আবেদনকারীর অভিযোগ এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে তদন্তে কালেক্টর অপ্রাসঙ্গিক এবং অবিশ্বস্ত উপাদানের উপর নির্ভর করেছেন এবং এইভাবে এলএ কালেক্টর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ/রায়ের পরিমাণ নিশ্চিত করে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কালেক্টর ক্রমিক নং ৩, ৪, ৬, ৯, ১২ এবং ১৩ এর অধীনে বিক্রয় দলিলের উপর নির্ভর করেছিলেন, "তপসিয়া" এবং "তিরজালা" নামে অন্য একটি এলাকায় অবস্থিত জমির বিক্রয় দলিল। এই বিক্রয় দলিলের উপর নির্ভরতা এই কারণেও সমর্থন যোগ্য নয় যে ২০০০-২০০১ সালে অধিগ্রহণের সময় এই দুটি এলাকা বালিগঞ্জ প্লেস নামে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির এলাকার তুলনায় অনেক কম উন্নত ছিল।

যদিও ডি. ডব্লু. .১, রাষ্ট্র কর্তৃক উত্পাদিত সাক্ষী, তার জবানবন্দিতে স্বীকার করেছেন যে তিনি ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ নন, কালেক্টর তার জবানবন্দির উপর নির্ভর করেছেন নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ হাইওয়ে ডিভিশন দ্বারা প্রস্তুতকৃত হারের উপর ভিত্তি করে, যার স্বাক্ষরটিও ডি. ডব্লু. ১-এর কাছে পরিচিত নয়। ২০০৪ সালের এলএ কেস নং ৩০২-এ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার যিনি রেটগুলি প্রস্তুত করেছেন বলে কথিত আছে যে কালেক্টর বা বিজ্ঞ এলএ বিচারকের সামনে পরীক্ষা করা হয়নি। বিজ্ঞ এলএ বিচারকের আগে একজন বিশেষজ্ঞের একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদনও কার্যধারায় রাখা হয়েছিল। বিজ্ঞ এল এ বিচারক, যদিও, ০২.০২.২০১৫ তারিখের মূল্যায়ন প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-১) কলকাতা হাইকোর্ট এবং ব্যাঙ্কগুলি দ্বারা অনুমোদিত চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার এবং ভ্যালুয়ার দ্বারা জমা দেওয়া মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আপীলকারী এই কারণেও সংস্কৃদ্ধ যে বিজ্ঞ এলএ বিচারক আইনের ধারা ২৩-এ থাকা বিধানগুলি বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হয়েছেন যা প্রতিটি ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের অতিরিক্ত হিসাবে ৩০ শতাংশ প্রদানের জন্য আদালতকে বাধ্যতামূলক করে। অধিগ্রহণের বাধ্যতামূলক প্রকৃতির বিবেচনায় বাজার মূল্যের জন্য। আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা ১ (১ক) এর অধীনে বিবেচনা করা স্বার্থ প্রদানের জন্য আদালত বিধিবদ্ধ আদেশকেও উপেক্ষা করেছে। আইনের ধারা ২৩ (১), (২) হল এখানে উদ্ধৃত করা দরকারী বলে মনে করা হয়: -

"২৩. ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলি। -(১) এই আইনের অধীনে অধিগ্রহণ করা জমির জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করার সময়, আদালত প্রথমে বিবেচনা করবে, সেই তারিখে জমির বাজার-মূল্য। [ধারা ৪, উপ-ধারা (১) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি] প্রকাশ;

দ্বিতীয়ত, কালেক্টরের দখলে নেওয়ার সময় জমিতে থাকা কোনও স্থায়ী ফসল বা গাছ নেওয়ার কারণে আগ্রহী ব্যক্তির দ্বারা স্থায়ী ক্ষতি; তৃতীয়ত, ক্ষয়ক্ষতি (যদি থাকে), আগ্রহী ব্যক্তির দ্বারা টেকসই, কালেক্টরের জমি দখলের সময়, কারণ দ্বারা তার অন্য জমি থেকে এই ধরনের জমি বিচ্ছিন্ন করা; চতুর্থত, ক্ষতি (যদি থাকে), আগ্রহী ব্যক্তির দ্বারা টেকসই, কালেক্টরের জমি দখল করার সময়, অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিকরভাবে তার অন্যান্য সম্পত্তি, স্থাবর বা অস্থাবর, অন্য কোনও উপায়ে বা তার উপার্জনকে ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত করে। ; পঞ্চমত, যদি, কালেক্টর কর্তৃক জমি অধিগ্রহণের ফলস্বরূপ, আগ্রহী ব্যক্তি তার বাসস্থান বা ব্যবসার স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়, এই ধরনের পরিবর্তনের জন্য আনুষঙ্গিক যুক্তিসঙ্গত খরচ (যদি থাকে); ষষ্ঠত, ধারা ৬ এর অধীনে ঘোষণাপত্র প্রকাশের সময় এবং কালেক্টরের জমির দখল নেওয়ার সময়ের মধ্যে জমির লাভের হ্রাসের ফলে ক্ষতি (যদি থাকে) এবং [সপ্তমত, উপার্জনের ক্ষতি, যদি থাকে, আগ্রহী ব্যক্তিকে, জমি অধিগ্রহণের ফলে, যখন সরাসরি এই ধরনের জমি থেকে উপার্জন করা হয়েছিল।]

(২) জমির বাজার-মূল্য ছাড়াও, উপরে প্রদত্ত হিসাবে, আদালত প্রতিটি ক্ষেত্রে অধিগ্রহণের বাধ্যতামূলক প্রকৃতির বিবেচনায় এই জাতীয় বাজার-মূল্যের উপর [ত্রিশ শতাংশ] একটি অর্থ প্রদান করবে।"

৪. আবেদনকারীর জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী পাঞ্জাব রাজ্য বনাম অমরজিৎ সিং এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন। (২০১১) ৪ এস সি সি ৭৩৪-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। তিনি আরও জমা দিয়েছেন যে বিজ্ঞ এল এ বিচারক চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার এবং ভ্যালুয়ার হওয়ার কারণে বিশেষজ্ঞদের মতামত বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং এর ফলে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ধারা ৪৫-এর প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করে একটি মতামত গঠন করে। বিজ্ঞ এল এ . বিচারক নির্বাহী প্রকৌশলী পি. ডব্লু. ডি. -এর দ্বারা করা মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে আইনে ভুল করেছেন। ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিভিশন, যদিও ডি. ডব্লু. ১ তার ক্রস-পরীক্ষায় রিপোর্টে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কথিত স্বাক্ষর চিহ্নিত করার বিষয়ে অজ্ঞতা দাবি করেছে। বিজ্ঞ এল এ

বিচারক এইভাবে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৬৭ ধারায় থাকা বিধানগুলিও লঙ্ঘন করেছেন।

৫. অন্যদিকে বিজ্ঞ স্টেট কাউন্সেল দাখিল করেন যে ক্ষতিপূরণ/রায়টি আইনের ১১ ধারার অধীনে একটি তদন্ত অনুসারে, আইনের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে, মৌখিক এবং ডকুমেন্টারি প্রমাণের যথাযথ বিবেচনা করার পরে, এর সাক্ষ্য ডি. ডব্লু. ১ এবং নির্বাহী প্রকৌশলী পি. ডব্লু. ডি. জাতীয় সড়ক বিভাগ এর রিপোর্ট অনুযায়ী জমির হার। বিজ্ঞ এল. এ. বিচারক উপরে উল্লিখিত ছয়টি বিক্রয় দলিলও বিবেচনা করেছেন। বিজ্ঞ এল. এ. বিচারক চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড ভ্যালুয়ার (প্রদর্শ ১) দ্বারা জমা দেওয়া মূল্যায়ন প্রতিবেদনের স্বীকৃতি নিতে যথাযথভাবে অস্বীকার করেছেন। স্থানীয় দোকান মালিকের মৌখিক বিবৃতির উপর ভিত্তি করে এটি সমর্থন যোগ্য নয়; এবং ২০০৩ সালের একটি রিয়েল এস্টেট ডিরেক্টরির ভিত্তিতে, যদিও এর আগে ২০০০-২০০১ সালে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।

৬. দলগুলির দাখিল বিবেচনায়, রেকর্ডের উপাদানের উপর ভিত্তি করে এবং উপরে উল্লিখিত আইন/(ধারা) এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে, আমরা দেখতে পাই যে ছয়টি বিক্রয় দলিলের উপর বিজ্ঞ এল. এ. বিচারকের দ্বারা নির্ভরশীলতা হল স্পষ্টতই সমর্থন যোগ্য নয় কারণ ছয়টি বিক্রয় দলিল এমন জমির ক্ষেত্রে যা আবেদনকারীর অধিগ্রহণ করা জমির আশেপাশে নেই। তারা একটি ভিন্ন এলাকায় অবস্থিত, যেখানে আবেদনকারীর জমি অধিগ্রহণ সাপেক্ষে, প্রাসঙ্গিক সময়ে কম উন্নত ছিল। পিটিশনকারীর জমির বাজার মূল্য নির্ণয় বা বালিগঞ্জ প্লেসে অবস্থিত তার জমি অধিগ্রহণের ফলে দরখাস্তকারীর যে কোন ক্ষতি হয়েছে তা মূল্যায়ন করার জন্য এটিকে বৈধ ভিত্তি হিসাবে

বিবেচনা করা যাবে না। ছয়টি বিক্রয় দলিলের উপর বিজ্ঞ এল. এ . বিচারক কর্তৃক নির্ভরযোগ্যতা, তাই এই আদালতের মতে আইনের ধারা ২৩ এর অধীনে বিধিবদ্ধ আদেশের বিপরীত।

৭. বিজ্ঞ এল. এ . বিচারক ডি. ডব্লু.-এর জবানবন্দি বিবেচনায় নেওয়ার ক্ষেত্রেও ভুল করেছেন। ১, যদিও তার সাক্ষ্যপ্রমাণে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, জমির মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে তার কোন জ্ঞান নেই। ডি. ডব্লু. ১ নির্বাহী প্রকৌশলী পি. ডব্লু. ডি. -এর স্বাক্ষর শনাক্ত করতেও অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। রিপোর্টের উপর জাতীয় হাইওয়ে বিভাগ (প্রদর্শনী ১), যার উপর নির্ভর করে বিজ্ঞ এল. এ . বিচারক এল. এ . কালেক্টরের ক্ষতিপূরণ/পুরস্কারের হার গ্রহণ করেছেন এবং নিশ্চিত করেছেন।

৮. চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার এবং ভ্যালুয়ার, একজন বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট, বিজ্ঞ বিচারকের দ্বারা বিবেচনা করা প্রয়োজন ছিল। চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার এবং ভ্যালুয়ার দ্বারা করা মূল্যায়নের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ করার কোন ভিত্তি নেই। কলকাতা হাইকোর্টের পাশাপাশি ব্যাঙ্কগুলি দ্বারা অনুমোদিত একজন মূল্যবান হওয়ার তার দাবিকৃত প্রমাণপত্রগুলি বিজ্ঞ এল. এ . বিচারকের সামনে কোনওভাবেই অসম্মানিত হয়নি। সুতরাং, অনুমোদিত চার্টার্ড প্রকৌশলী/মূল্যবানের দ্বারা পেশ করা ০২.০২.২০১৫ তারিখের প্রতিবেদন উপেক্ষা করার জন্য বিজ্ঞ এল. এ . বিচারকের কোন ভিত্তি ছিল না। আদালতের মতামতে প্রতিবেদনটি একটি বিস্তৃত এবং ২০০০ সালে বালিগঞ্জ প্লেসে জমি পরিবহনের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে, যে এলাকাটিতে আবেদনকারীর জমি, অধিগ্রহণ সাপেক্ষে অবস্থিত ছিল। এই বিষয়ে প্রতিবেদন থেকে প্রাসঙ্গিক নির্যাস নিম্নরূপ পড়া হয়: -

"এটি ২০০০ সালের জন্য স্বত্ব দলিল নং ১-৩২৬৯, ভলিউম নং ১২, পৃষ্ঠা নং ১৩৯ থেকে ১৫২ এর অনুলিপি থেকে উল্লেখ করা হয়েছে, আলিপুরে নিবন্ধিত যেখানে বাজার মূল্য ৭-সি এইচ ১০- বর্গফুট, ১০০০ বর্গফুট বিল্ডিং এর সাথে, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৬৮, কোলকাতা-৭০০০১৯ এর সাথে সাব রেজিস্ট্রার, আলিপুর এর মূল্য ১০,৬১,০০০/- টাকা অবস্থান বিবেচনা করে, বিল্ডিংয়ের মূল্য বাদ দিয়ে উল্লিখিত মানটি যুক্তিযুক্ত।"

৯. অতএব, আমরা দেখতে পাই যে এই ধরনের বিশেষজ্ঞ মতামত বিবেচনায় না নেওয়াও বিজ্ঞ এল. এ. বিচারকের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য মারাত্মক। বিজ্ঞ এল. এ. বিচারক ধারা ২৩-এ থাকা বিধানগুলিও বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হয়েছেন, যার উপরে উল্লিখিত উপ-ধারা (১ক) এবং উপ-ধারা (২) এর পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের পরোয়ানা রয়েছে যার কাছে আবেদনকারী একটি বিধিবদ্ধ অধিকার আছে।

১০. চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড ভ্যালুয়ার (প্রদর্শ-১) এর প্রতিবেদনে উল্লেখিত আবেদনকারীর জমির মূল্যায়ন, অন্যদিকে, আমাদের মতে, সম্পত্তির ক্ষেত্রে পরিবহনের দলিল হিসাবে প্রাসঙ্গিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে একটি ন্যায্য নির্ধারণ। বালিগঞ্জ অবস্থিত, ২০০০ সালের জন্য, উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

১১. এখন পর্যন্ত এটি আইনের প্রস্তাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে আইনের অধীনে অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ক্ষতিপূরণের সবচেয়ে পছন্দের সংকল্পটি অধিগ্রহণ করা চাওয়া জমিগুলির আশেপাশের এলাকায় বিদ্যমান সমসাময়িক বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলে আমরা দেখতে পাই যে ০২.০২.২০১৫ তারিখে মূল্য প্রদানকারীর দ্বারা জমা দেওয়া প্রতিবেদনে একটি স্বত্ব দলিল নং ১ - ৩২৩৬, ভলিউমের অনুলিপির উপর ভিত্তি করে একই এলাকার বালিগঞ্জ প্লেসের জমির বাজার মূল্য রয়েছে। নং ১২, পৃ. ২০০০ সালের জন্য নং ১৩৯২১৫২ আলিপুরে নিবন্ধিত যেখানে বালিগঞ্জ প্লেসে

কলকাতা হাইকোর্ট এফ. এ. ৩১৫ এর ২০১৬ তারিক ২১.১২.২০২৩

২৬ নং কাঠামোগত প্রাঙ্গনের সমসাময়িক বাজার মূল্য নিজেই আপিলকারীর জমিগুলির বাজার মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে, বালিগঞ্জ প্লেসেও অবস্থিত। এই নথি এবং অন্যান্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে, অনুমোদিত মূল্যদাতা আইনের অধীনে অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ন্যায্য বাজার মূল্য প্রদর্শন করে একটি গণনা দিয়েছেন।

১২. যেহেতু আমাদের মতে, অনুমোদিত মূল্যমানের ০২.০২.২০১৫ তারিখের প্রতিবেদন অনুসারে বাজার মূল্য ন্যায্য তাই প্রদর্শনী-১-এ চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার এবং মূল্যদাতার দ্বারা করা এই ধরনের মূল্যায়নের ভিত্তিতে গণনা অনুমোদনের সাথে পুনরুত্পাদন করতে আমাদের কোন দ্বিধা নেই। যা নিম্নরূপ পড়ে:-

গণনা:

৮০০ বর্গ ফুটের আনুপাতিক খরচা

বিল্ডিং @ ৬০০ টাকা /- প্রতি বর্গফুট (গণনা সংযুক্ত) ৪,৮০,০০০/- টাকা

জমির সাথে ওল্যান্ডের আনুপাতিক মূল্য

সীমানা প্রাচীর, গেট ইত্যাদি দ্বারা উন্নয়ন

@১০০০/- টাকা প্রতি বর্গফুট ৮,০০,০০০/-টাকা

ফ্ল্যাটের আয়তন ৮০০ সফট @১৬০০/- প্রতি বর্গফুট ১২,৮০,০০০/" টাকা

১৩. আপীলকারীর জমির এই মূল্যায়ন ছাড়াও, আপীলকারীর উপাদানগুলি তার জমি অধিগ্রহণের জন্য কিছু অন্যান্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী, যেমন ধারা ২৩ (১), (২) এবং (১-ক) এর অধীনে বিবেচনা করা ক্ষতিপূরণ। আইনের উল্লিখিত বিধানগুলির অধীনে, এই আইনের অধীনে যে ব্যক্তির জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তারা নির্দিষ্ট অর্থপ্রদানের অধিকারী, যার বিষয়ে মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত পাঞ্জাব রাজ্য বনাম অমরজিৎ সিং এবং আরেকজন -এর মামলায়। (২০১১) ৪ এস সি সি ৭৩৪ অনুচ্ছেদ ১২-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যে ধারা ২৩ (১ - ক) এর অধীনে প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থের বিষয়ে কোন বিচারিক অনুশীলন জড়িত নয় এবং

ধারা ২৩ (২) এর অধীনে প্রদেয় সোলাটিয়াম যেহেতু বাজার মূল্যের সাথে সাথে এই উপ-ধারাগুলিতে নির্দিষ্ট হারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদেয় সংবিধিবদ্ধ সুবিধা। তাই, আমরা আবেদনকারীকে এই ধারাগুলিতে বিবেচনা করা নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত পরিমাণের অধিকারী রাখি।

১৪. উপরোক্ত এনটাইটেলমেন্ট অনুযায়ী আবেদনকারীকে দ্রুত এবং বিশেষভাবে আট সপ্তাহের মধ্যে অর্থ প্রদান করা হবে।

১৫. উপরোক্ত শর্তাবলীতে আপিল অনুমোদিত।

(বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদ)

১৬. আমি একমত।

(বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন)

৯/৯

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রাইটি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রাইয়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।